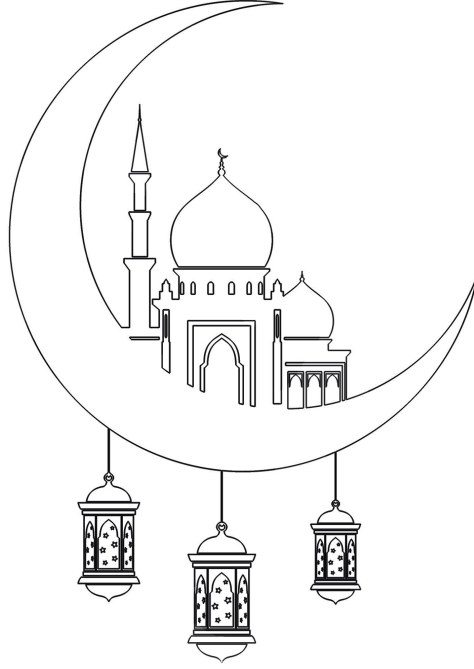


স্কুল ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট

রমাদান কার্যক্রম - ১৪৪৫

গ্রুপ: তাহাজ্জুদ (নার্সারি)



নাম : _____

শ্রেণি : _____

শিফট : _____

আই ডি : _____

অভিভাবকের স্বাক্ষর : _____

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

আস সালামু আলাইকুম

সম্মানিত অভিভাবক,

এস.সি.ডি'র নার্সারি শ্রেণির রমাদান কার্যক্রম এমনভাবে সাজানো হয়েছে যেন প্রতিদিন অন্তত পাঁচটি মিনিট আপনি আপনার সন্তানের সাথে ব্যয় করে তাকে প্রতিদিনের কাজগুলো বুঝিয়ে দিতে পারেন এবং সংশ্লিষ্ট কাজ ও লেখাগুলো নিয়ে তার সাথে আলোচনা করতে পারেন।

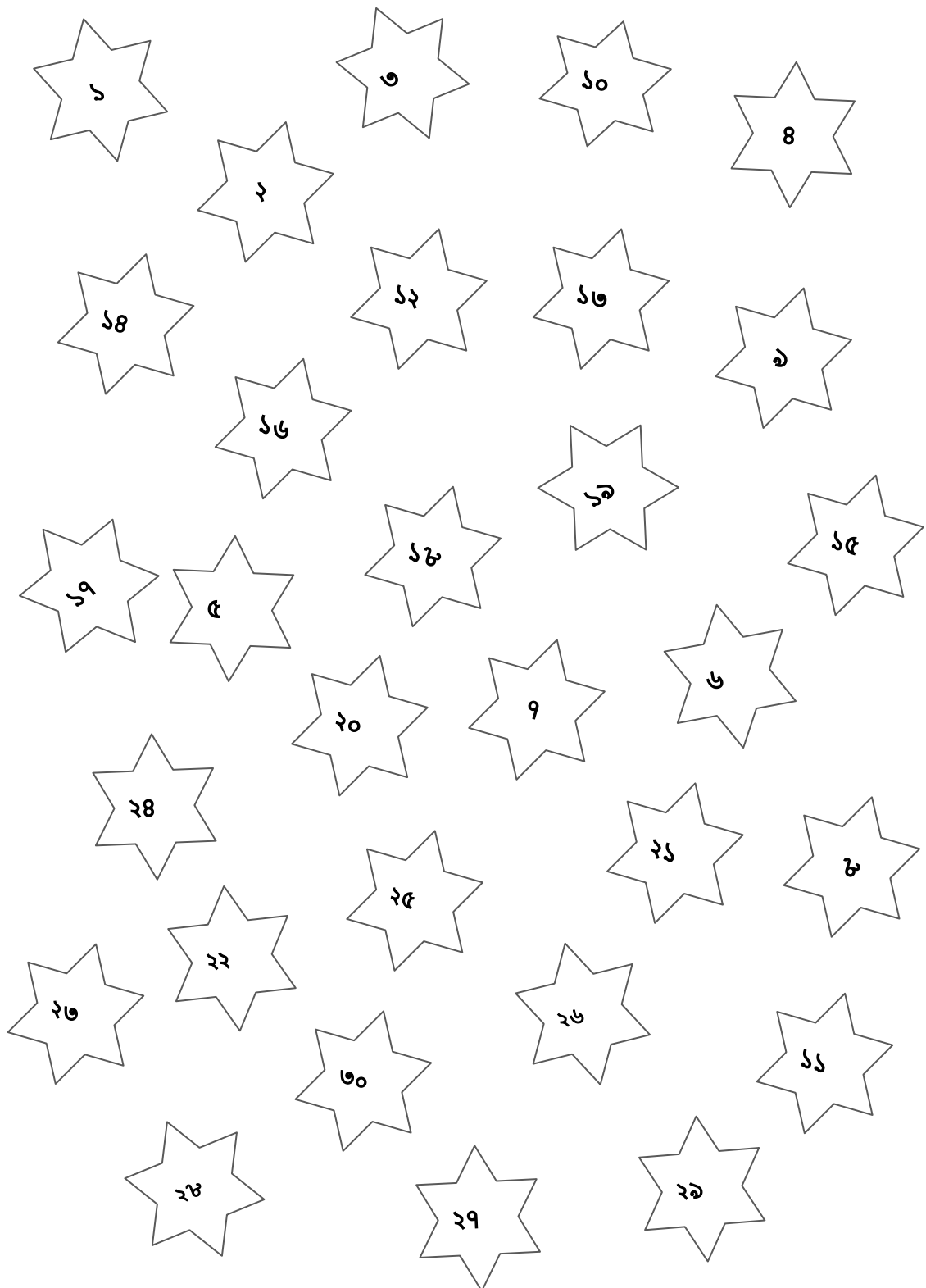
প্রতিদিন সকালে নির্দিষ্ট দিনের লেখাটি আপনার সন্তানকে পড়ে শোনাবেন। সংশ্লিষ্ট দিনের উল্লেখিত কাজটি তাকে বুঝিয়ে দিবেন এবং তা ঠিকমতো করেছে কি না খেয়াল রাখবেন। কাজ শেষ হলে এটি আপনার কাছে ভুলে রাখবেন।

এক দিনে একাধিক দিনের কাজ করতে দিবেন না। এতে সে সবর করতে শিখবে ইনশাআল্লাহ। দিনের কাজ সে দিনে করবে এবং প্রত্যেকটি কাজ শেষ করে প্রথম পৃষ্ঠায় দেওয়া "তারার" একটি করে রঙ করবে। কাজ শেষ না হলে যেন রঙ না করে তা খেয়াল রাখবেন।

ঈদের পর স্কুল খুললে ১৮ এপ্রিল ২০২৪ এ এটি অফিসে জমা দিবে ইন-শা-আল্লাহ।
সঠিকভাবে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকের জন্য থাকবে উপহার, ইন-শা-আল্লাহ।

আল্লাহ সুবহানাহু তা'য়ালা এই রমাদানে আমাদের সবাইকে বেশি বেশি নেক আমল করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

প্রতিদিনের কাজগুলো করা হলে সেই দিনের তারাটি রঙ করব ইনশাআল্লাহ।
যেমন, ১ রমাদানের কাজটি করা হলে ১ নং তারা রঙ করব, ২ রমাদানের
কাজ হয়ে গেলে ২ নং তারা।



১ রমাদান

রমাদান কী?

রমাদান একটি মাস, যে মাসে কুরআন নাযিল হয়েছিল।

রমাদানে আমরা কী কী করি?

রমাদান মাসে আল্লাহ আমাদের সিয়াম পালন করতে নির্দেশ দিয়েছেন।
সুবহে সাদিক থেকে সূর্য ডুবে যাওয়ার সময় পর্যন্ত, অর্থাৎ ফজর থেকে মাগরিব
পর্যন্ত আমরা কোনো কিছু খাই না, পান করি না।

এ মাসে আমরা আল্লাহ খুশি হবেন না, এমন কাজগুলো না করার চেষ্টা করি।

আল্লাহকে খুশি করতে বেশি বেশি ভালো কাজের অভ্যাস করি।

ভালো মুসলিম হওয়ার চেষ্টা করি।

রমাদান মুবারাক!

নিচের ছবিটি রঙ করি।

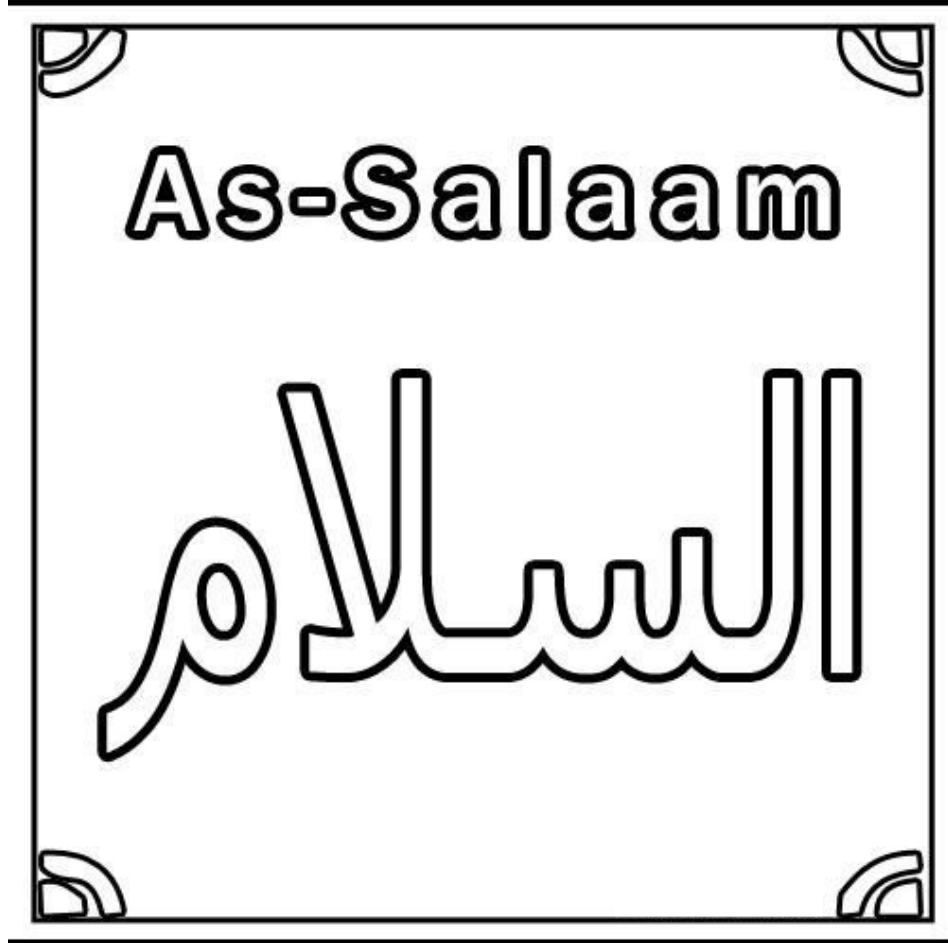


২ রমাদান

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করল, ‘সর্বোত্তম ইসলামি কাজ কী?’ তিনি বললেন, “ক্ষুধার্তকে খাবার দিবে এবং পরিচিত-অপরিচিত নির্বিশেষে সবাইকে বেশি করে সালাম দিবে।” (বুখারী-মুসলিম)

আমরা কি জানি, “আস-সালাম” আল্লাহর একটি গুণবাচক নাম?



আজ বাসায় যার সাথে যতবার দেখা হবে, তাকে সালাম দিব ইনশাআল্লাহ।
কেউ সালাম দিলে সুন্দরভাবে উত্তর দিব।

৩ রমাদান

প্রথম অক্ষরটির সাথে দাগ টেনে মিল করি।

বাবা অথবা মায়ের কাছ থেকে শব্দগুলোর মানে জেনে নিই।



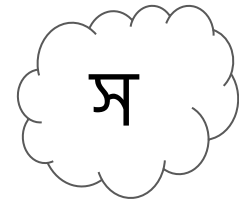
ইফতার



রমাদান



যাকাত



ঈদ



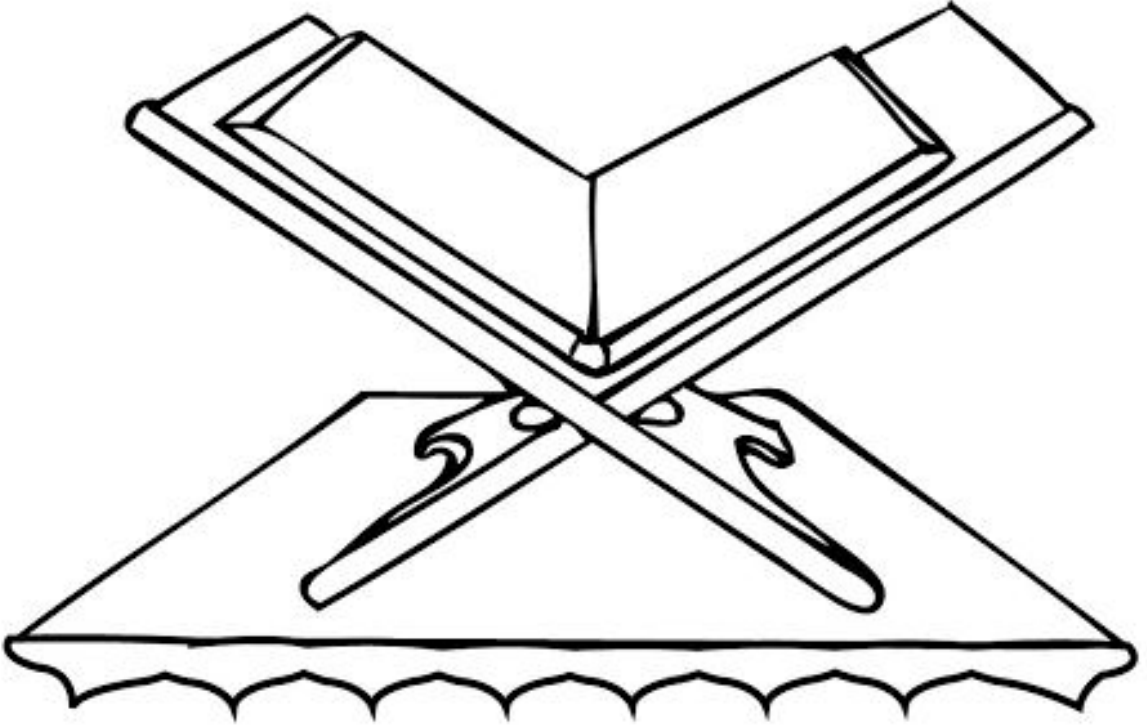
সিয়াম

8 রমাদান

পবিত্র রমাদান মাসে কুরআন নাযিল হয়েছিল। কুরআন হলো আল্লাহর কিতাব।
এই কিতাবে আমাদের সবার জন্য দিক নির্দেশনা রয়েছে।
আমরা কী করব, কীভাবে চলব, কী করা যাবে না সবকিছু এখানে বলা আছে।
কুরআন পড়লে ও মেনে চললে আমরা জান্নাতে যেতে পারব, ইনশাআল্লাহ।

বই আকারে লিখিত কুরআন কে বলা হয় মুসহাফ।

নিচের ছবিটি রঙ করি।



আমার জানা একটি সুরাহ তিলাওয়াত করে শোনাই।

বাবা অথবা মায়ের সাহায্যে কুরআন থেকে সেই সুরাহটি বের করে দেখি।

৫ রমাদান

রমাদান মাসে দুষ্ট শয়তানকে বন্দি করে রাখা হয়। এই মাসে আমরা ভালো মানুষ হওয়ার অভ্যাস করি। খারাপ অভ্যাসগুলো ত্যাগ করি। রাগ প্রকাশ করা একটি খারাপ অভ্যাস।

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন -

لَا تَغْضَبْ

রাগ করো না।

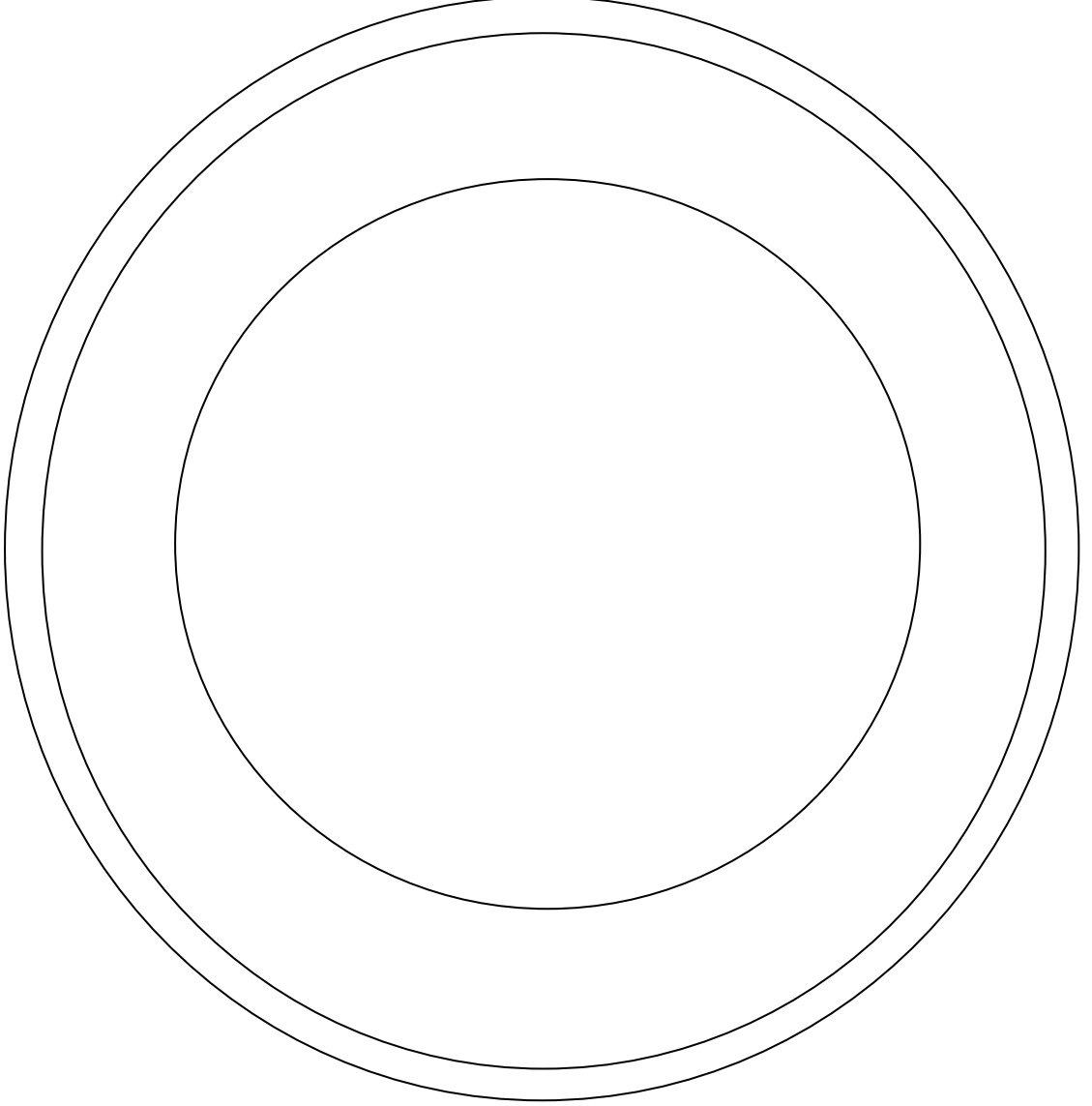


আজ সারাদিন কারো সাথে রাগ অথবা জেদ করব না। ভাই-বোন কারো সাথে ঝগড়া করব না, ইনশাআল্লাহ।

৬ রমাদান

রমাদান মাসে সিয়াম পালনকারীরা সুবহে সাদিক থেকে সূর্য ডুবে যাওয়া পর্যন্ত না খেয়ে থাকেন। মাগরিবের সময় আমরা ইফতার করি।

আমাদের নবীজি صلی اللہ علیہ وسلم খেজুর বা পানি দিয়ে ইফতার করতেন।



পছন্দের খাবারের ছবি ঠেকে উপরের ইফতারের থালাটি সাজাই।

মাকে আজ ইফতার তৈরিতে সাহায্য করি।

৭ রমাদান

আমাদের চারপাশে পরিচিত অনেকেই বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত।

আজ তাদের সুস্থতার জন্য আল্লাহর কাছে বিশেষভাবে দুয়া করি।



হে আল্লাহ, আপনি তাদের কল্যাণময় সুস্থতা দান করুন।
তাদের গুনাহসমূহ মাফ করে দিন।
আমাদেরকেও সুস্থ রাখুন।
আমিন!

আমাদের নবিজী ﷺ অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে গেলে বলতেন,

لَا بَأْسَ طُهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

‘কোন কষ্ট মনে করো না। (গোনাহ থেকে) পবিত্র হবে, যদি আল্লাহ চান।’

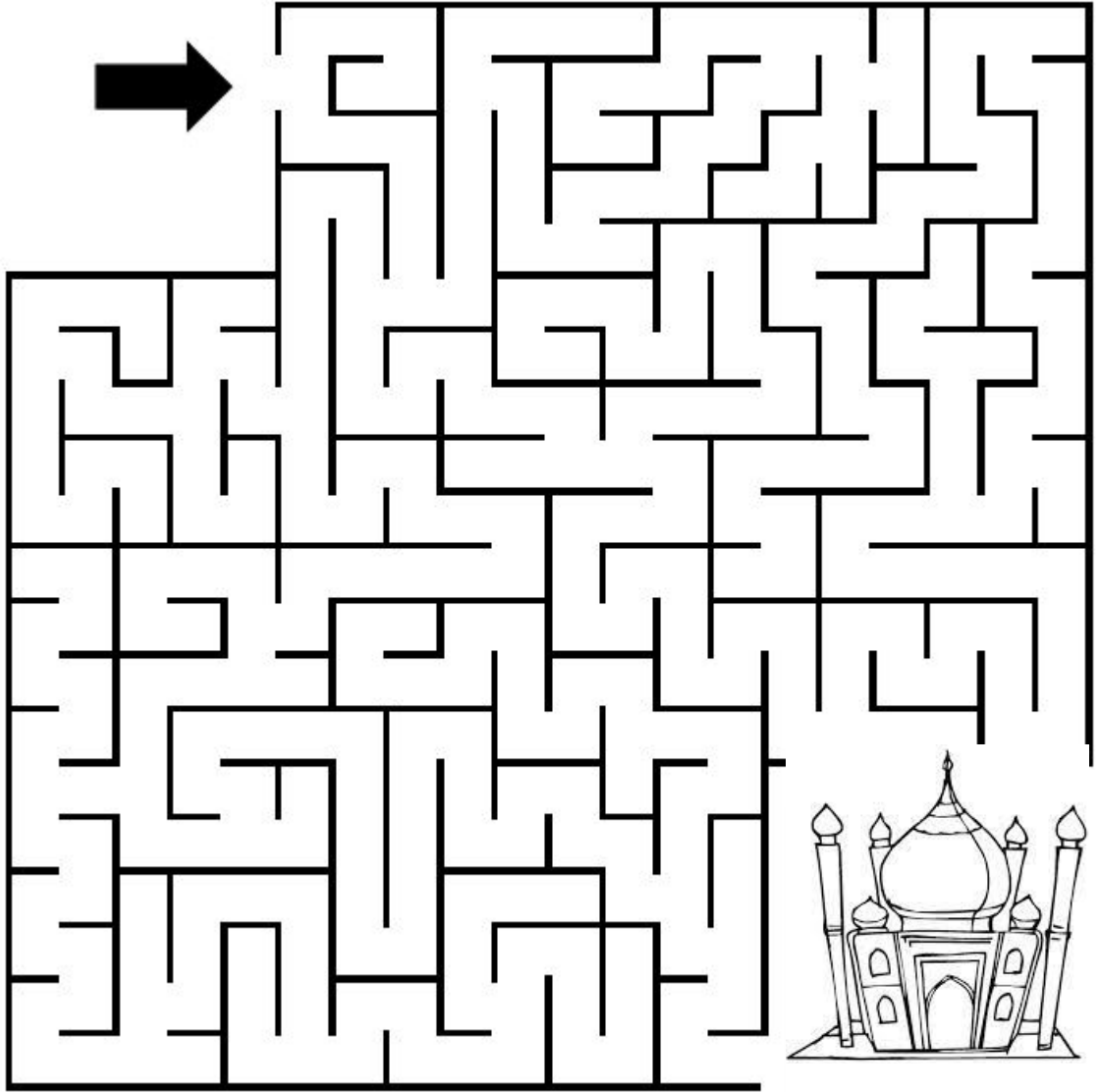
[বুখারি, মুসলিম]

৮ রমাদান

রমাদানে আমরা রাতে মাসজিদে তারাউইর সলাত আদায় করি।

আব্দুল্লাহ তারাউইর সলাত আদায় করতে তার বাবার সাথে মাসজিদে যাবে।

আব্দুল্লাহ কোন পথে মাসজিদে যাবে? দাগ টেনে পথ দেখাই।



আগামীকাল সিয়াম রাখার নিয়্যাত করি।

আজ রাতে সাহরি খেয়ে আগামীকাল যতক্ষণ পারি সিয়াম পালন করব ইনশাআল্লাহ।

৯ রমাদান

আমাদের নবিজী ﷺ দুষ্টমি করেও মিথ্যা বলতে নিষেধ করেছেন।

তিনি ﷺ আরো বলেছেন -

إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ،
وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ

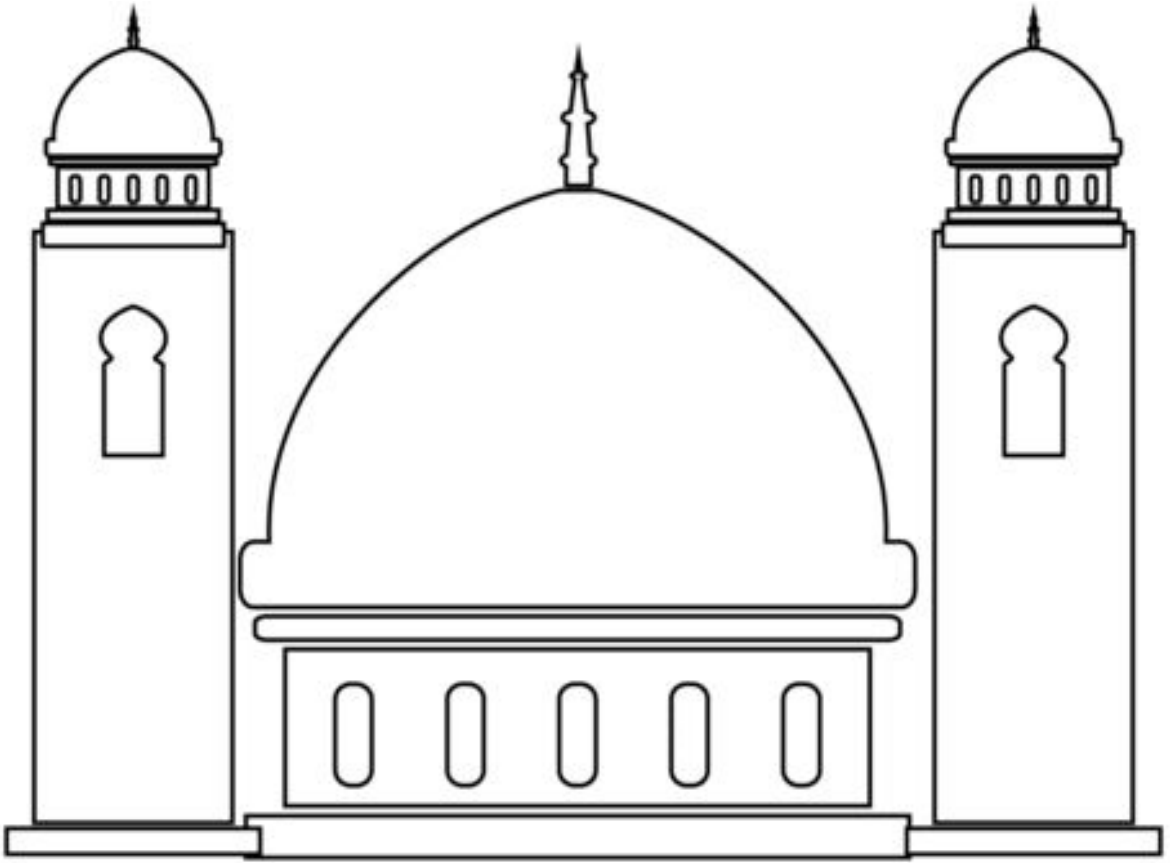
“সত্য কথা ভালো কাজের দিকে নেয়,
আর ভালো কাজ নিয়ে যায় জান্নাতে।”



আজ সারাদিন একটাও মিথ্যা বলব না।
কারো সাথে উঁচু স্বরে কথা বলব না। কাউকে কষ্ট দিব না।

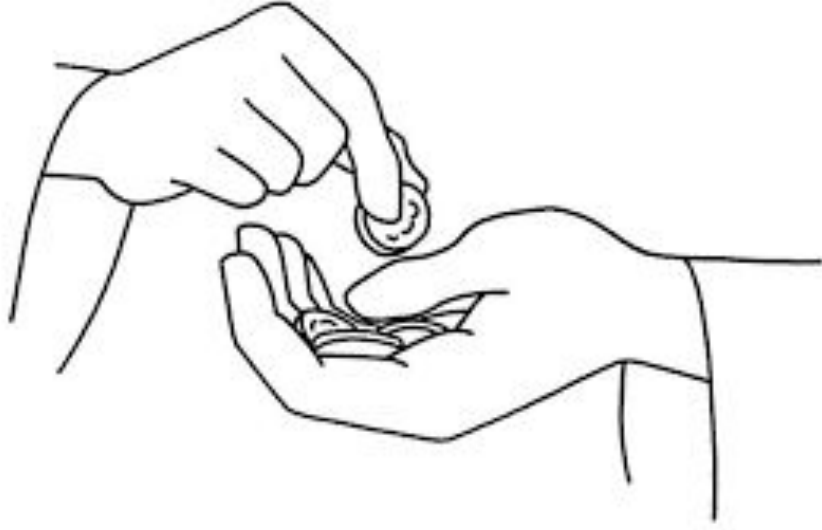
১০ রমাদান

নিচের মাসজিদটি রঙ করি।



১১ রমাদান

রমাদানে যে কোনো ভালো কাজের জন্য আল্লাহ অনেক পুরস্কার দেন।
সাদাকা করা একটি ভালো কাজ। আমরা রমাদানে আল্লাহকে খুশি করার
জন্য বেশি বেশি সাদাকা করবো ইনশাআল্লাহ।



আজ নিজের অতিরিক্ত অথবা ব্যবহার করা হয় না এমন ভালো
জামা/জুতা/খেলনা সাদাকার জন্য আলাদা করে রাখি।

১২ রমাদান

আমরা খাবার খাওয়ার সময় কখনো কখনো পুরোটা না খেয়ে খাবার নষ্ট
করি। হাত ধুতে গেলে অনেক সময় পানি নষ্ট করি।
একে অপচয় করা বলে।

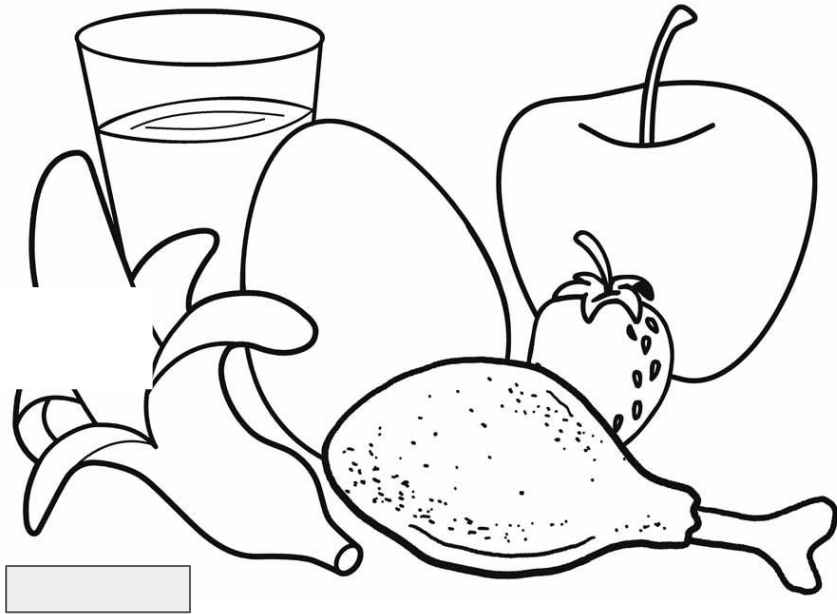
আমরা কি জানি, কুরআনে আল্লাহ আমাদের অপচয় করতে নিষেধ করেছেন?

আল্লাহ বলেন -

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا
إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

আর খাও এবং পান কর কিন্তু অপচয় করো না।
নিশ্চয় তিনি অপচয়কারীদেরকে পছন্দ করেন না।

নিচের ছবিটি রং করি।

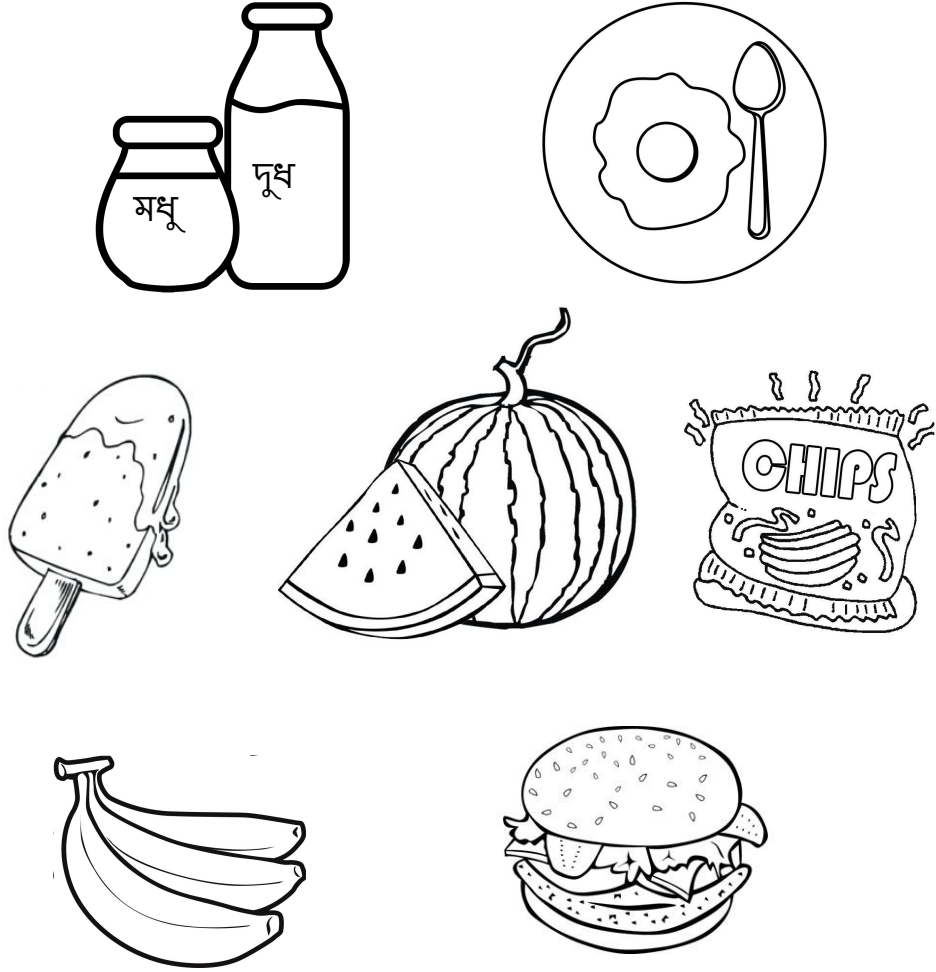


আজ সারাদিন পানি, খাবার ইত্যাদি কোনো জিনিস অপচয় করব না ইন-শা-
আল্লাহ।

১৩ রমাদান

আল্লাহ আমাদের খাবারের মাধ্যমে রিজিক দেন।
কিছু খাবার আমাদের শরীরের জন্য ক্ষতিকর। সেগুলো অস্বাস্থ্যকর।
কিছু খাবার উপকারী, সেগুলো স্বাস্থ্যকর।
আমরা নিয়মিত স্বাস্থ্যকর খাবার খাব।

নিচের খাবারের ছবিগুলো থেকে স্বাস্থ্যকর আর অস্বাস্থ্যকর খাবার আলাদা করি।
স্বাস্থ্যকর খাবারগুলো রঙ করি।



আজ ইফতারে স্বাস্থ্যকর খাবার খাব, ইনশাআল্লাহ।

১৪ রমাদান

বাবা-মার কথা না শুনলে আল্লাহ রাগ হন।
বাবা-মাকে খুশি করলে আল্লাহ খুশি হন।

আমরা আমাদের বাবা-মায়ের জন্য নিচের দুয়াটি করব।

رَبِّ اَرْحَمُهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا

‘হে আমাদের পালনকর্তা! তাদের উভয়ের প্রতি রহম
করুন;
যেমনভাবে তারা আমাকে শৈশবকালে লালন-পালন
করেছেন।’

নিচের ছবিটি রং করি।



আজ বাবা-মা খুশি হবেন এমন কাজ করব।
তাদের কাজে সাহায্য করব।
তাদের সব কথা শুনব।
ইনশাআল্লাহ!

১৫ রমাদান

ফাতিমা আজ সিয়াম পালন করেছে। সে বাবা-মায়ের সাথে ইফতার করতে বসেছে।

ইফতারের টেবিলে কয়টি খেজুর আছে?

কয়টি পানির গ্লাস আছে?

রং করি, গণনা করি ও সংখ্যাটি লিখি।



উপরে গ্লাস ও খেজুরের সংখ্যা গণনা করে নিচে গ্লাস-এর পাশে কয়টি গ্লাস আছে তা লিখি এবং খেজুরের পাশে কয়টি খেজুর আছে তা সংখ্যায় লিখি।



১৬ রমাদান

আল্লাহর রসূল বলেন,

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ

যে ব্যক্তি এটা ভালবাসে যে তার রিযিক বাড়িয়ে দেওয়া হবে এবং তার জীবনকাল দীর্ঘায়িত করা হবে, তার উচিত আত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক রাখা।

[বুখারি]



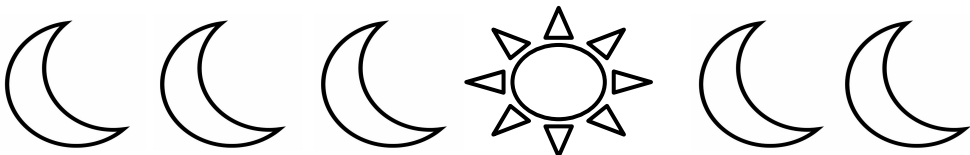
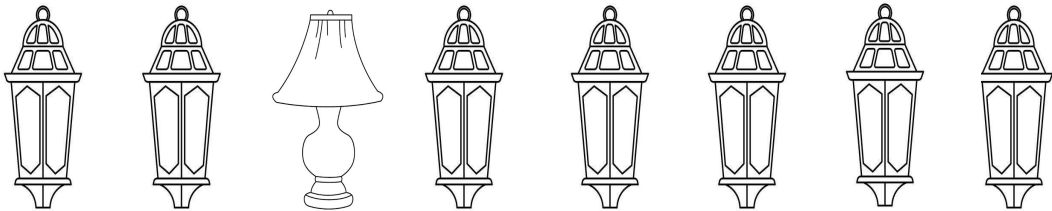
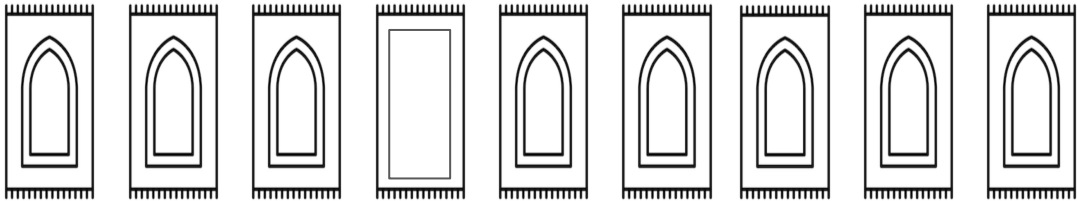
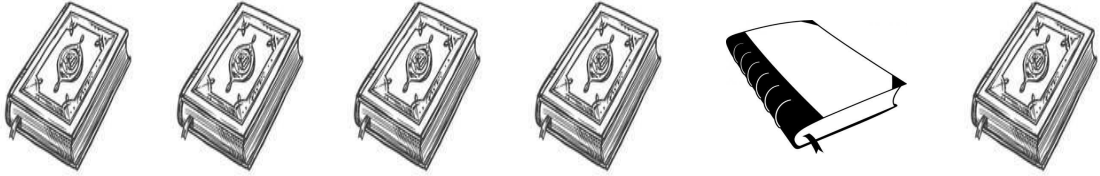
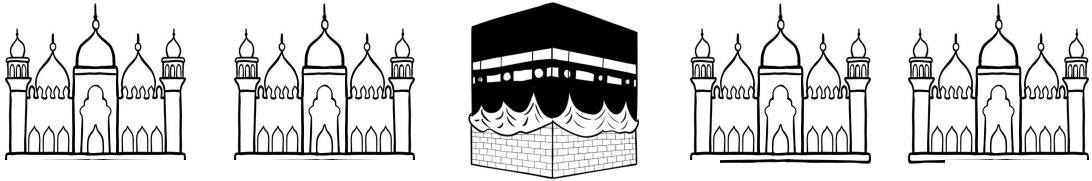
অনেকদিন কথা হয় না এমন কোনো আত্মীয়ের সাথে আজ ফোনে কথা বলব, তাঁর খোঁজ নিব ইনশাআল্লাহ।

****মনে রাখব:** ছোট বাচ্চাদের বাবা-মায়ের অনুমতি ছাড়া মোবাইল ফোন ব্যবহার করা নিষেধ। শুধুমাত্র বাবা-মায়ের অনুমতি নিয়ে, তাদের সাহায্যে ফোনে কথা বলব।

১৭ রমাদান

ব্যতিক্রম মানে অন্যদের থেকে আলাদা।

নিচের প্রতিটি লাইনের ছবিগুলো থেকে ব্যতিক্রম ছবিটি খুঁজে বের করি
ও গোল দাগ দিয়ে চিহ্নিত করি।



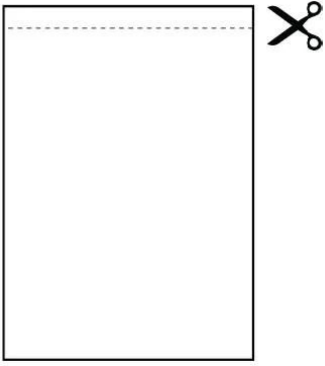
১৮ রমাদান

আজ আমরা কাগজ দিয়ে লণ্ঠন বানানো শিখব ইনশাআল্লাহ। বাবা অথবা মায়ের সাহায্যে নিজেরা বানানোর চেষ্টা করব। এটি বানাতে আমাদের লাগবে -

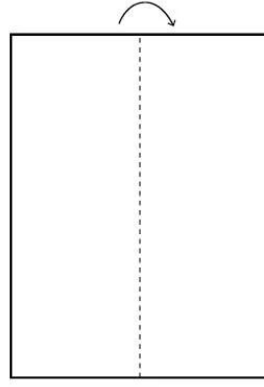
১. কাগজ
২. কাঁচি
৩. পেনসিল

৪. রুলার বা স্কেল
৫. স্কচটেপ বা আঠা

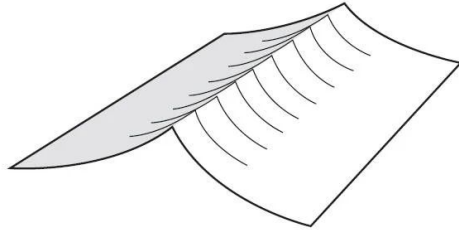
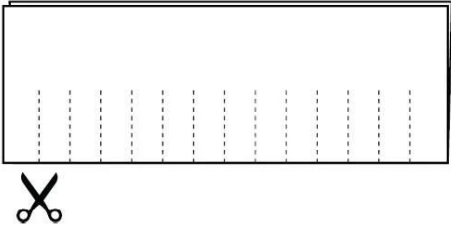
প্রথমে, একটি রঙিন কাগজের উপরের অংশে রুলার দিয়ে দাগ দিই। দাগ অনুসরণ করে কাঁচি দিয়ে কেটে নিই।



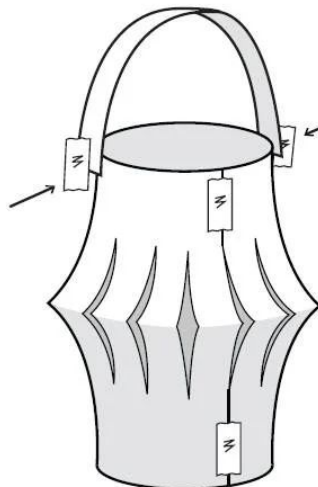
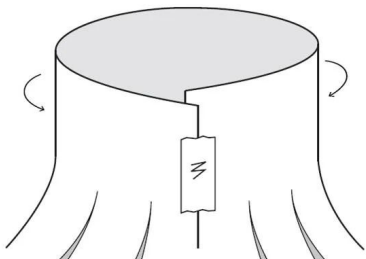
এবার ছবির মতো করে কাগজটি ভাজ করি।



ভাজ করা কাগজটি আবার ভাজ করি। ছবির দাগ অনুসরণ করে কাঁচি দিয়ে কেটে নিই।



এবার ভাজ খুলে নিচের ছবিটির মতো করে স্কচটেপ অথবা আঠা দিয়ে লাগাই।

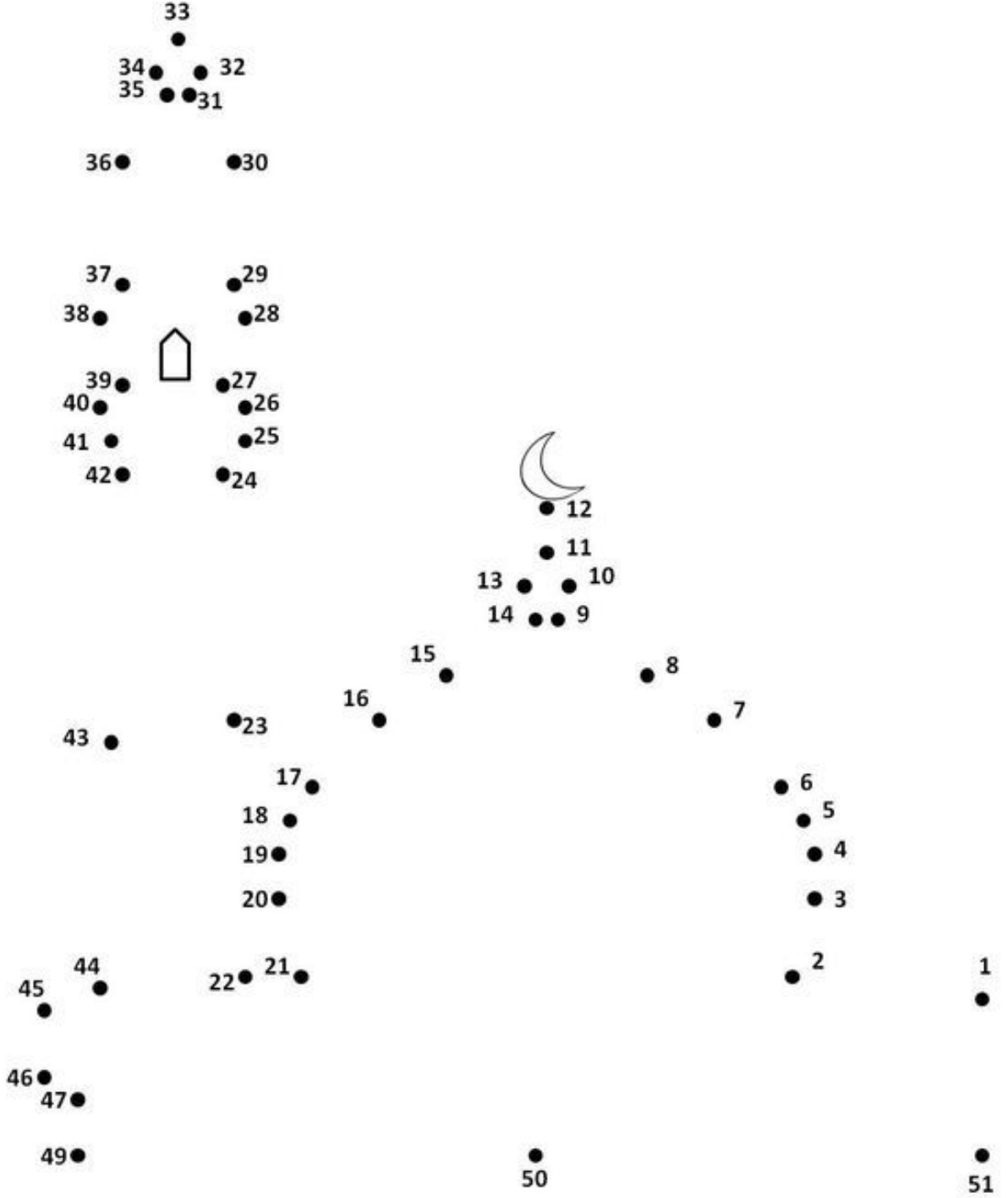


এবার, শুরুতে কেটে রাখা কাগজের টুকরোটি উপর থেকে জুড়ে দিই।

আলহামদুলিল্লাহ, হয়ে গেল আমাদের কাগজে লণ্ঠন!

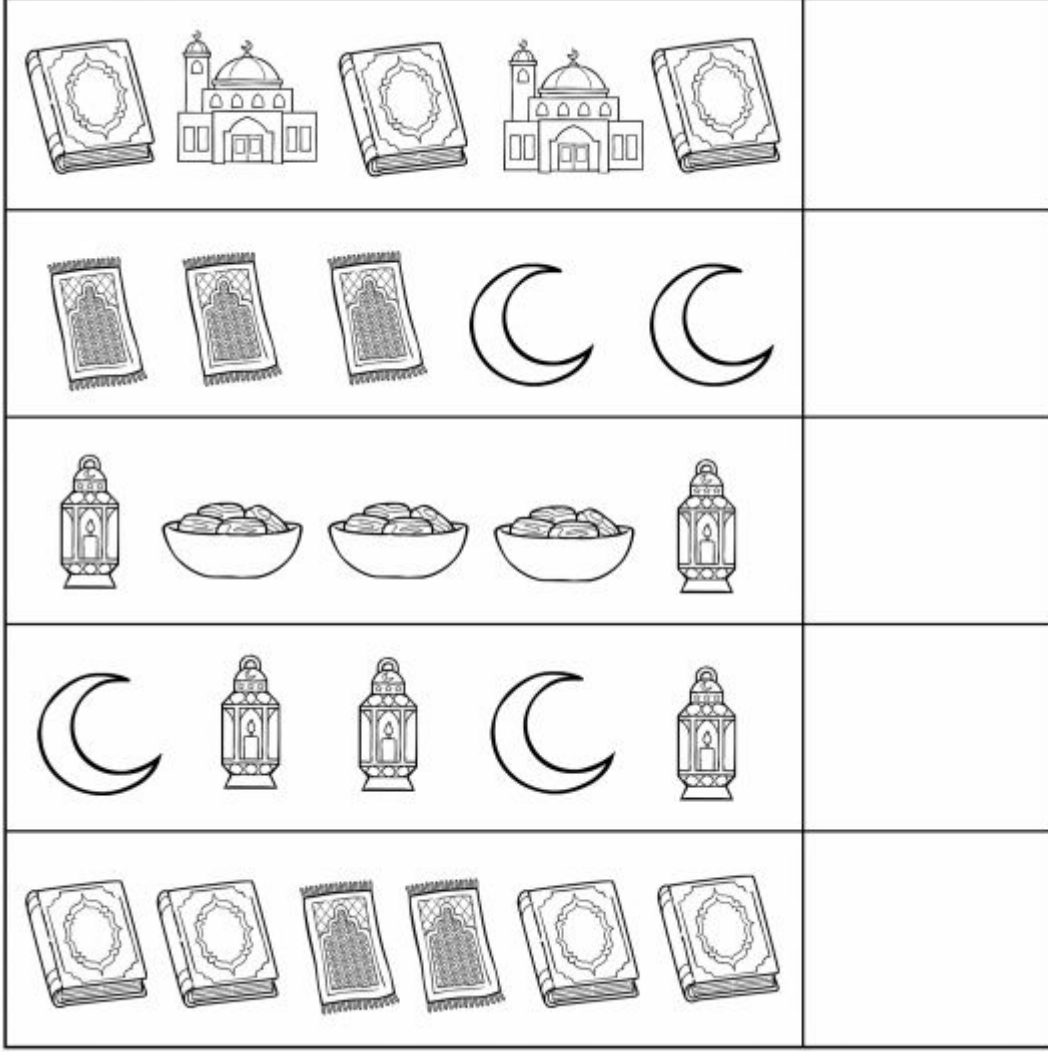
১৯ রমাদান

সংখ্যাগুলো দাগ টেনে পর পর যুক্ত করি।
দেখব, একটি ছবি তৈরি হয়েছে।
ছবিটি রঙ করি।

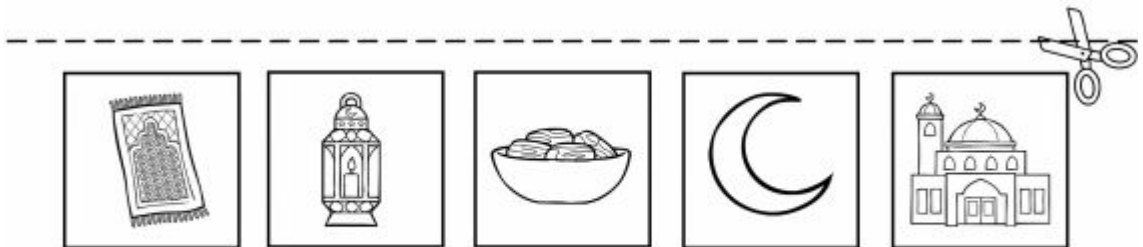


২০ রমাদান

ছবিগুলো লক্ষ্য করি।
ছবিগুলো পাশাপাশি একটি নির্দিষ্ট প্যাটার্ন অনুসরণ করছে।



নিচের ছবিগুলো কেটে উপরের খালিঘরে নির্দিষ্ট প্যাটার্ন অনুযায়ী বসাই।
আঠা দিয়ে জুড়ে দিই।



২১ রমাদান

রমাদান মাসে রয়েছে মহিমান্বিত ক্বদরের রাত।
এ রাতে কুরআন নাযিল হয়েছিল।
আমরা কিন্তু জানি না, ঠিক কত তারিখে এই রাত রয়েছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমাদানের শেষ দশকের বিজোড় রাতসমূহে ক্বদরের
রাত খুঁজতে বলেছেন।

আজ বড় কারো সাহায্যে সুরাহ ক্বদর শুনি এবং তিলাওয়াত করি।

বাবা/মায়ের সাহায্য নিয়ে সুরাহটির অর্থ জেনে নিই।

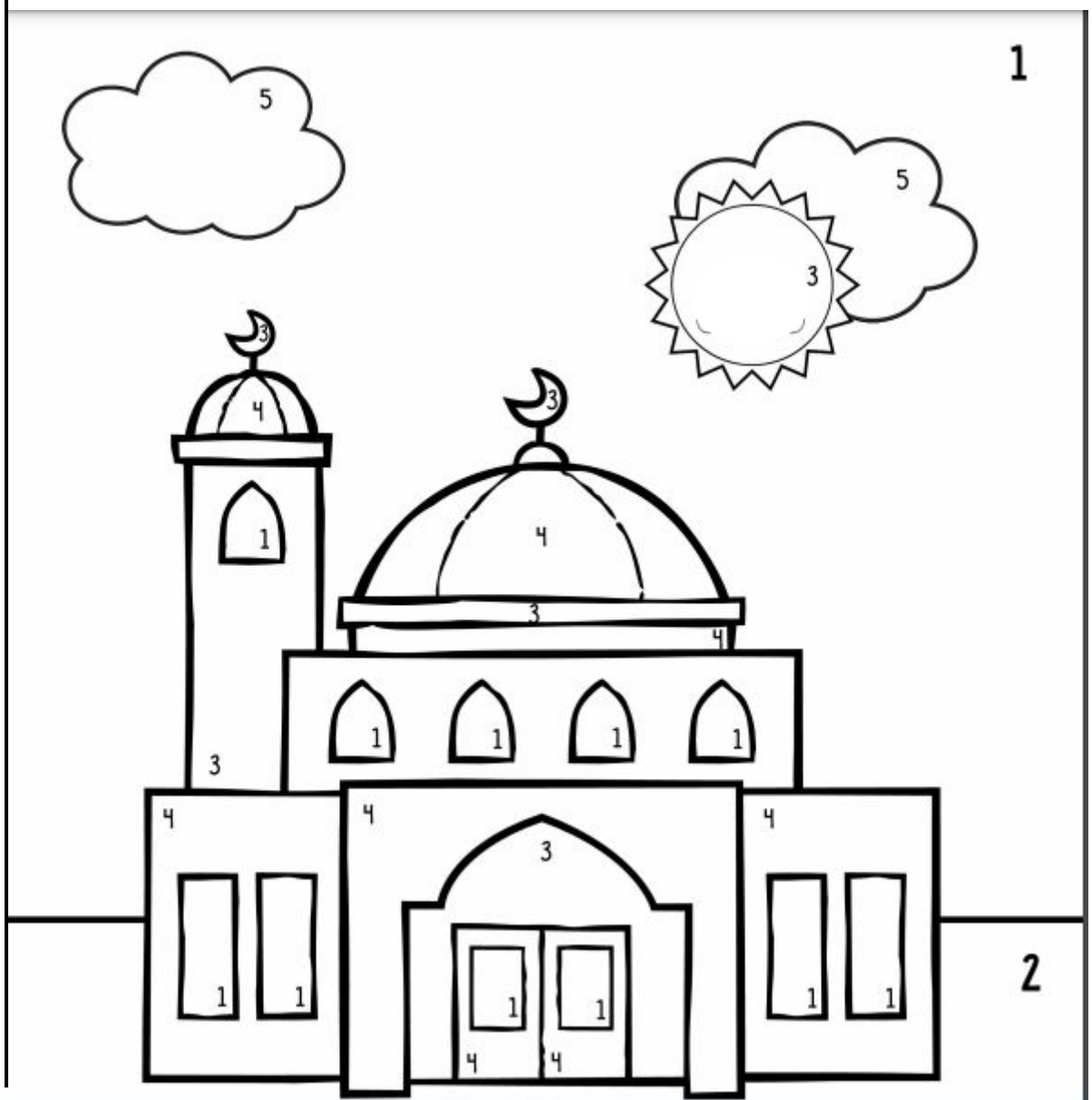
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ①
وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ②
لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ③
نَزَّلُ الْمَلَائِكَةَ وَالرُّوحَ
فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ أَمْرٍ ④
سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ ⑤

Surah Al-Qadr 97

২২ রমাদান

রঙ-এর কোড অনুসরণ করে নিচের ছবিটি রঙ করি।

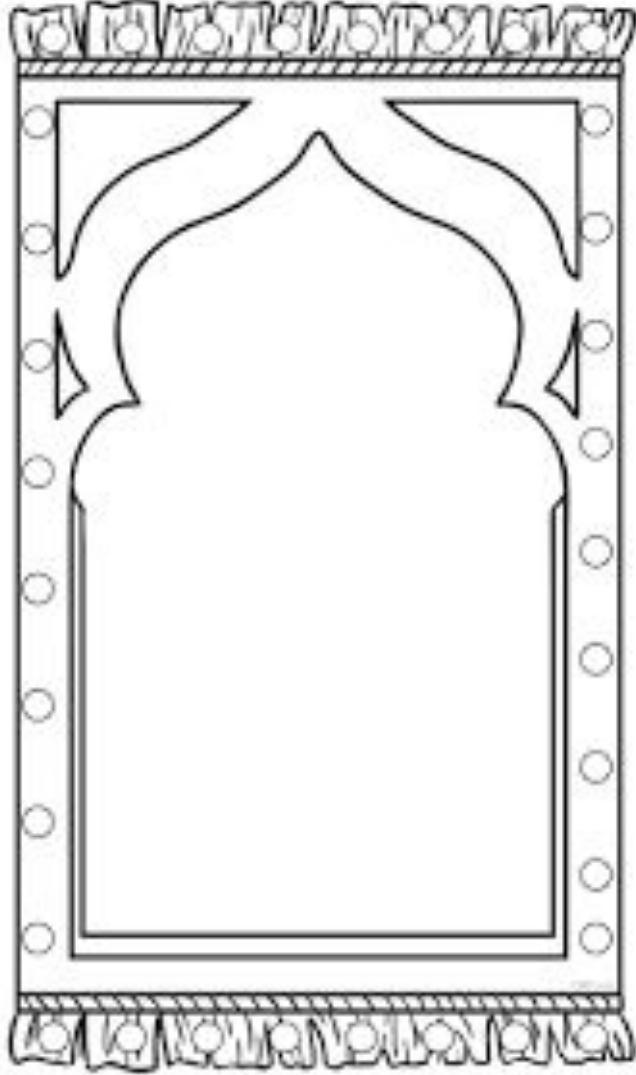
1 - নীল	2 - লাল	3 - হলুদ	4 - সবুজ	5 - সাদা
---------	---------	----------	----------	----------



২৩ রমাদান

সিয়াম যেমন ইসলামের একটি স্তম্ভ।
সলাত ইসলামের আরেকটি স্তম্ভ।
মুসলিম হিসেবে বড়রা দিনে পাঁচবার সলাত আদায় করেন,
রমাদানে সিয়াম পালন করেন।
আমরাও বড় হলে ইনশাআল্লাহ সলাত আর সিয়াম পালন করব।
সাত বছর বয়স হলে আমরা নিয়মিত সলাত আদায় করা শুরু করবো।

তার আগে আমরা সলাত শেখার জন্য মাঝে মাঝে বাবা-মায়ের সাথে সলাত পড়ার অভ্যাস করতে পারি।



জায়নামাজটি রঙ করি।

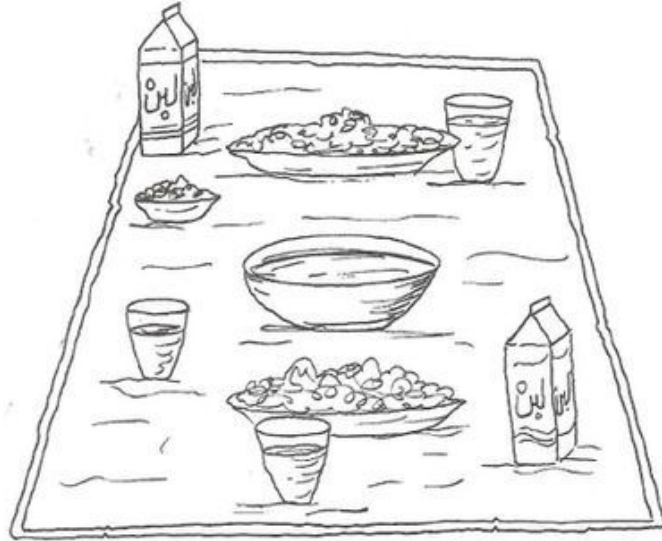
আজ বড়দের সাথে তাদের দেখে দেখে যেকোনো এক ওয়াক্ত
সলাত আদায় করি।

২৪ রমাদান

সিয়াম পালনকারীগণ রমাদানে সুবহে সাদিকের আগে যে খাবার খাওয়া হয়,
তাকে সাহরি বলে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "তোমরা সাহরি খাও, কারণ
সাহরিতে বারাকাহ রয়েছে।"

تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي
السَّحُورِ بَرَكَه



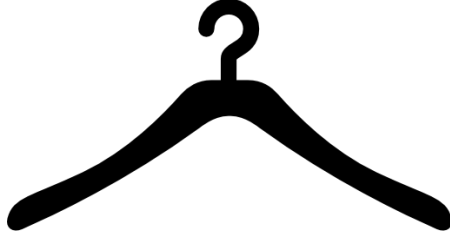
ছোটদের জন্য সিয়াম ফরজ নয়।
তবে কেউ চাইলে এখন থেকেই অভ্যাস করতে পারি।

আজ রাতে সাহরি খেয়ে পরের দিন যতক্ষণ পারি সিয়াম পালন করব।

২৫ রমাদান

ঈদের দিন আমরা আমাদের সবচেয়ে ভালো ও সুন্দর জামাটি পরি। সেটি নতুন কেনা হতে পারে, আবার নতুন কেনা না-ও হতে পারে।

ঈদের দিন যে জামাটি পরবো বলে ঠিক করেছি, নিচের হ্যাংগারে জামাটির ছবি আঁকি।



২৬ রমাদান

থাবার খাওয়া শুরু করার দুয়া: بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلَىٰ بَرَكَاتِهِ

উচ্চারণ: বিসমিল্লাহি ওয়া আলা বারকাতিল্লাহ

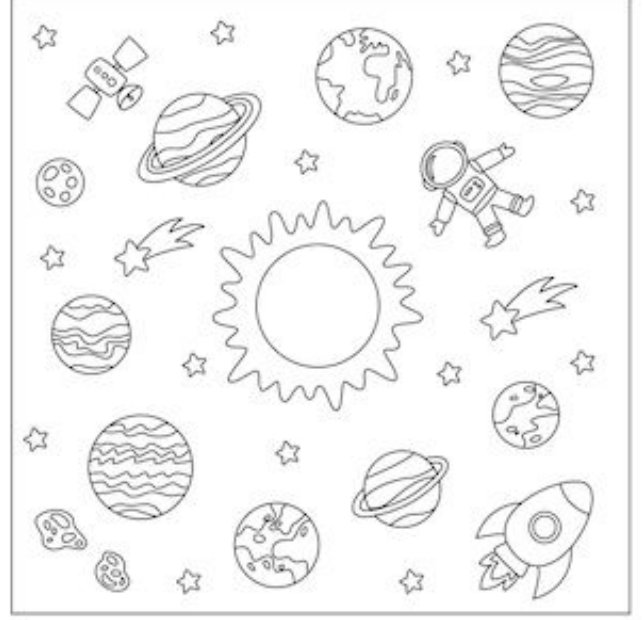
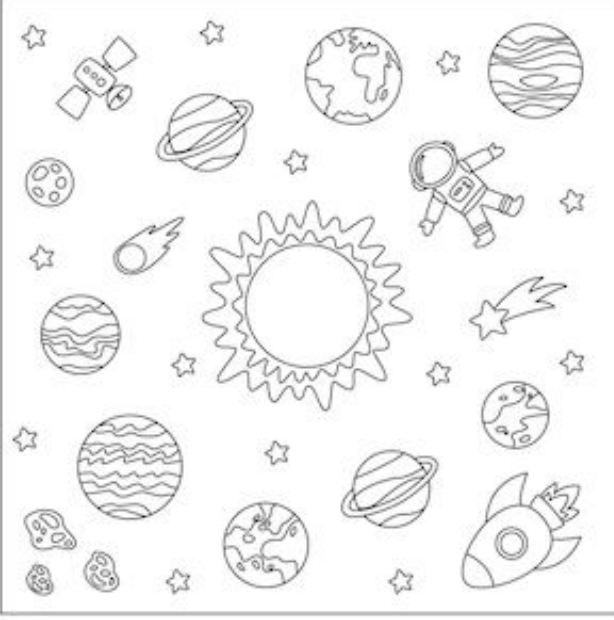
অর্থ: আল্লাহ তায়ালা নামে খাবার খাওয়া শুরু করছি এবং আল্লাহ তায়ালা বরকত প্রার্থনা করছি।

রাসূল (সাঃ) বলেছেন, তোমরা ডান হাতে এবং বিসমিল্লাহ বলে খাবার শুরু করো।

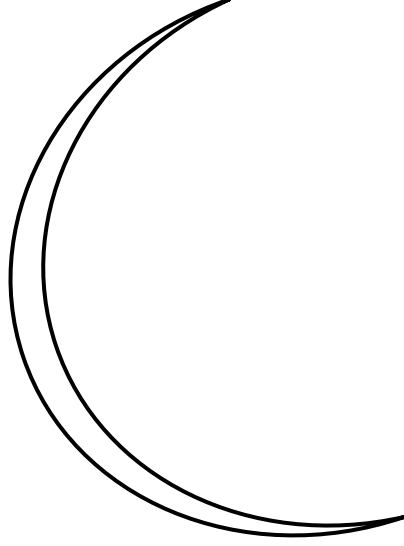
আজ সারাদিনে খাবার খাওয়া শুরু করার দুয়া শিখবো এবং সবসময় খাবারের শুরুতে এই দুয়া বলবো। বাসার সবাইকেও মনে করিয়ে দিবো ইনশাআল্লাহ।

২৮ রমাদান

নিচের ছবি দুইটির মধ্যে ৫টি অমিল খুঁজে বের করি এবং গোল দাগ দিয়ে চিহ্নিত করি।



২৯ রমাদান



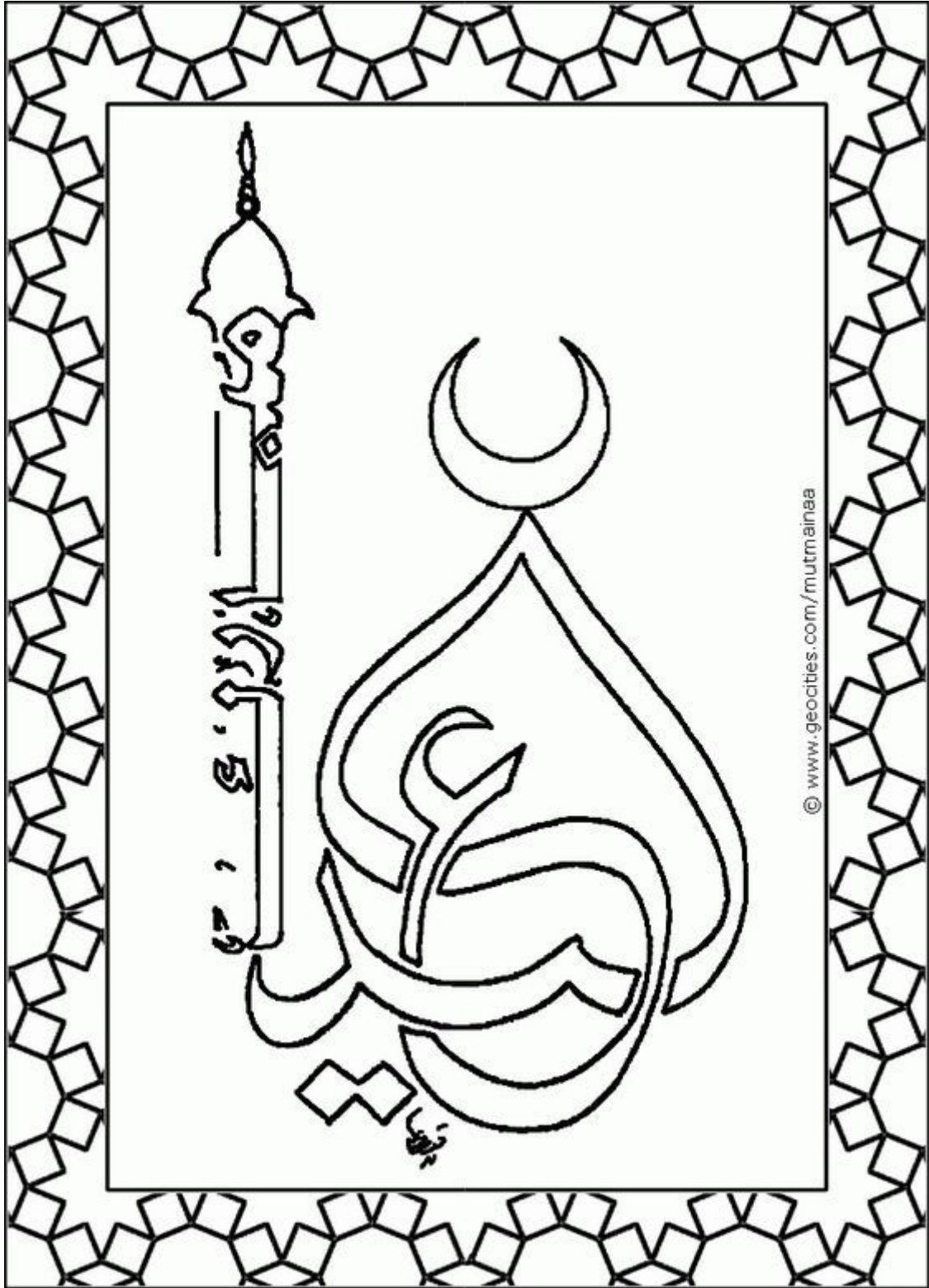
আমাদের নবিজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নতুন চাঁদ দেখতেন
তখন বলতেন,

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ أَهْلُهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ-
وَ التَّوْفِيقِ لِمَا نُحِبُّ وَ تَرْضَى رَبُّنَا وَ رَبُّكَ اللَّهُ

“আল্লাহ মহান, হে আল্লাহ! এ নতুন চাঁদকে আমাদের নিরাপত্তা, ঈমান, শান্তি ও
ইসলামের সঙ্গে উদয় কর। আর তুমি যা ভালোবাস এবং যাতে তুমি সন্তুষ্ট হও, সেটাই
আমাদের তাওফিক দাও। আল্লাহ তোমাদের এবং আমাদের প্রতিপালক।”

রমাদান মাস শেষে নতুন চাঁদ দেখা গেলে শাওয়াল মাস শুরু হয়।
শাওয়াল মাসের ১ তারিখ হলো ঈদ-উল-ফিতরের দিন।

আমরা নতুন চাঁদ দেখতে পেলে বাবা অথবা মায়ের সাথে উপরের দুয়াটি পড়ব
ইনশাআল্লাহ।



© www.geocities.com/mutmainaa

ঐদ মূবারাক!

